দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 MAY 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

69

চট্টগ্রাম ভার্সিটি শিক্ষকবাসে শিবিরের গুলি ॥ মেডিক্যাল ছাত্র হত ॥ প্রক্টরের পদত্যাগ ॥ ক্লাস সাসপেন্ড

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে শিবির ক্যাডারদের চোরাগোপ্তা গুলিবর্ষণে সোমবার প্রাণ হারিয়েছে এক শিক্ষকপুত্র। তার নাম কাজী মুশফিক-উস-সালেহীন (১৮)। সে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র। তার পিতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক কাজী আহমদ নবী। গুলিবর্ষণে আহত হয়েছে পুলিশ কনস্টেবল নুরুল ইসলাম। এ ঘটনার পর ভার্সিটি প্রক্টর ডঃ খান তৌহিদ ওসমান পদত্যাগ করেছেন। আগামী ২১ মে পর্যন্ত ভার্সিটির সকল ক্লাস পুনরায় স্থগিত ঘোষিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ সূত্রে জানান হয়, সোমবার সকাল সাড়ে ৮টায় ক্যাম্পাস থেকে শহরগামী শিক্ষকদের ১টি বাস অক্সিজেনের নিকটস্থ ট্যানারি বটতলী এলাকায় পৌঁছলে একদল শিবির সন্ত্রাসী বাসকে লক্ষ্য করে ব্যাপক গুলিবর্ষণ ও বোমা হামলা শুরু করে। এ সময় বাসে ২ জন পুলিশ ৩ জন শিক্ষক সন্তান ও ২ জন শিক্ষক অবস্থান করছিল। সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ ও বোমা হামলায় পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সন্ত্রাসীদের হামলায় কাজী মুশফিক-উস-সালেহীন (১৮) মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। মুসফিক চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের প্রথমবর্ষের মেধাবী ছাত্র। এ ঘটনায় এক পুলিশ, কনস্টেবল নুরুল ইসলামসহ আরও ৩জন আহত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ৭ রাউন্ড গুলি ও ৮টি বোমা বিস্ফোরণ করে পালিয়ে যায়। মুশফিকের লাশ সকাল

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(প্রথম পাতার পর)

সাড়ে ১০টায় ক্যাম্পাসস্থ বাসভবনে পৌঁছলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী অধ্যাপক কাজী আহমদ নবীর বাসায় সান্ত্বনা জানাতে যায়। পরে লাশ চট্টগ্রামের পটিয়ায় নিয়ে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা মোড়ে মুশফিকের বিশাল জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এই নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার জের ধরে ২জন বহিরাগত নিরীহ ছাত্র প্রাণ হারাল। গত ৬ মে শিবির হল দখলের তাণ্ডবলীলায় আইয়ুব আলী নামে ১ ভর্তিচ্ছু নিহত হয়।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সর্বমহলের অসহযোগিতার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ খান তৌহিদ ওসমান পদত্যাগ করেছেন। সকালে প্রক্টর লিখিত পদত্যাগপত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ মাহবুব-উল-হক মজুমদারের নিকট পেশ করেন। একই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ডঃ গফুর ও ডঃ তৌহিদ হোসেনও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে পরে তা প্রত্যাহার করেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

অপরদিকে শিবির ক্যাডারদের অব্যাহত সন্ত্রাসী হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। পুরো ক্যাম্পাস হয়ে আছে আতঙ্কিত। ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন। প্রো-ভিসি অধ্যাপক আবু ইউসুফ আলম অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে আছে অনেকটা অভিভাবকহীন।

সোমবারের ঘটনার পর পুলিশ সোহরাওয়ার্দী হলে অভিযান চালিয়ে শিবির ক্যাডার মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের সন্দেহ, সে ভার্সিটি বাসে গুলিবর্ষণ ও বোমা হামলার সাথে জড়িত।

চ. বি. শিক্ষক সমিতির শোক

কাজী মুশফিক-উস-সালেহীন নিহত হওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছে। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র মুশফিক-উস-সালেহীন হত্যার প্রতিবাদে সোমবার বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম মহানগর শাখা, কমার্স কলেজ শাখা ও চট্টগ্রাম আইন কলেজ ছাত্র সংসদ পৃথক পৃথক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তারা দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়।